হৃদয় অবাধ্য মেয়ে

মন্দাক্রান্তা সেন

ইউনিসন এস্পায়ার পাবলিকেশনস

হৃদয় অবাধ্য মেয়ে : বিভাব

হৃদয় অবাধ্য মেয়ে
ওকে কোনো পড়া বুঝিও না
বইখানা ছিঁড়ে একশা, থুতু দিয়ে ঘ’ষে
মুছে ফেলছে গাঢ় বিধিলিপি।

নীল ব্যাকরণের পাতায়
লিখে রাখছে ছেলেদের নাম...
এমনকি, ছবিও!
হৃদয় অবাধ্য মেয়ে
তাকে কী শাস্তি দেবে, দিও

বাগানী

রক্তজবার গোড়ায় খুঁড়ছি মাটি
তোমার মন কি মাটির ভিতরে আছে?
আমার জবা যে আপাতত চারাগাছ
কিছু বড়ো হোক, যাব যুবকের কাছে।

রক্তজবার গোড়ায় ঢালছি জল
জলের মতোন সমতল হোক প্রাণ
রক্তজবা যে চলল যুবক হতে
ওর যৌবনে আমারও কি সম্মান?

রক্তজবার পাপড়ি দেখব কবে
কবে ছুঁতে পাব গভীর কোমল চোখ
মাটি খুঁড়ে যাই, জল ঢেলে যাই আমি,
আমার বালক আমার যুবক হোক।

গুহাচিত্র নও

তুমি কোনো গুহাচিত্র নও
তাই উঠে আসো জানলার গ্রিলে
যদিও তোমার মুখে প্রাচীন মেঘের ধ্বংসস্তূপ
ওই মেঘে বৃষ্টি নেই ব'লে
জানলায় ভেসে থাকো বিমর্ষ শুষ্ক জলবায়ু।
তোমার কপাল জুড়ে
সমতলে প্রথম শস্যের গন্ধ
লোভনীয় ঝলসানো পশু, পাখি, সৎ উপার্জন
কিছু নেই, ছিল শুধু, দীর্ঘ সে অতীত,
চোখের সমস্ত জল চলে গেছে সিন্ধু ও নীলে।
আরও কী কী যেন অভিজাত স্রোত
তুমি সেই জলবাহ নও
ধুলোর শরীর নিয়ে ব'সে আছ আমার শিয়রে
জানলায় জানলায় টাঙিয়ে রেখেছ তৃষ্ণা,
কেন শুধু আমারই জানলায়?
দুটো একটা সভ্যতায় দেখা হয়েছিল
যদিও কখনো কোনো নাম জানা হয়নি আমার
তুমি সেই বিখ্যাত গুহাচিত্র নও

শুধু তার কেমন আদল
তোমার ডেনিম শার্ট তারও চেয়ে অনেক পুরোনো...

নির্জন

সে নিছক জল আর জল
কতকাল ভালো লাগে এমন অতল

হঠাৎ নতুন করে একা একা বোধ হল আজ
আঁকলাম কাঠের জাহাজ।

জাহাজে মাস্তুল ছিল কি না
মনে ক'রে বলতে পারছি না

বোধহয় ছিল না ভালো জাহাজের যা যা থাকে সব
শুধু একটা হীন অবয়ব।

চারদিক জল শুধু জল
দিগ্‌ভ্রম হচ্ছেই কেবল ;

আকাশেও অন্ধকার, তারাদের দোকানপসার
জমেনি তেমন ক'রে, মেঘের ছাউনিমাত্র সার।

কাঠের জাহাজ ডুবে যাবে

ডুবোজাহাজের স্মৃতি তোমাকে কাঁদাবে?

অন্ধকারে হয়ে ছিলে পর
কালকে তুমিও হবে পরিত্যক্ত ভাঙা বাতিঘর।

ধূসর পাঞ্জাবি

ধূসর পাঞ্জাবি মেঘলা পাঞ্জাবি তোমার পাঞ্জাবি
মেঘ নামায়
এখনই রোদ ছিল, লজ্জাবোধ ছিল, হঠাৎ ঝড় এল
আকাঙ্ক্ষায়

কৃষ্ণচূড়া গাছে বৃষ্টি নেমেছিল, উষ্ণ জমি থেকে
তীব্র ভাপ
আমার বুকে এল, তোমার মুখে এল, গভীর সুখে এল
প্রবল কাঁপ

ধূসর পাঞ্জাবি মেঘলা পাঞ্জাবি তোমার পাঞ্জাবি
বোতামহীন
হঠাৎ কী যে হল আকাশ নীচে এল অথৈ ভিজে গেল
বর্ষাদিন।

সম্ভবত সে-কারণে

এইসব মুহূর্তেরা এত তীব্র, আমি ভালো নেই
ভালো নেই এ মুহূর্তে, যতক্ষণ তুমি আশেপাশে
ছড়িয়ে রেখেছ হাসি, দৃষ্টিসোনা, তোমার নিঃশ্বাসে
ছাতিমের চেনা বাস, সম্ভবত সেই কারণেই...

সম্ভবত সেইজন্য উঠে আসি ভীত পরিত্যাগে
কবিতার খাতা ছেড়ে, তোমার মায়াবী শব্দময়
তিরগুলি এইবার বিঁধে যেতে পারে মনে হয়
আরও কত মনোহর তির আছে ওই কাঁধব্যাগে?

ছড়িয়ে রেখেছ চুল কপালের কাছে অগোছালো,
এ কেমন বদভ্যাস সহজেই মথিত হবার
অপূর্ব! অসাধারণ! একই কথা বললে কতবার
এ সমস্ত ভালো নয়। সম্ভবত সে-কারণে ভালো...

অর্জুন কৃষ্ণচূড়া কথা

অর্জুনগাছ একা ছিল ওই মাঠে
আর্যপুরুষ—আভিজাত্যের দম্ভ
নতজানু হল সব গাছ তার কাছে
এইটুকু শুধু কাহিনির শুভারম্ভ।।

কোথা থেকে এল কৃষ্ণচূড়ার বীজ
যুবতী হল সে কয়েকবছর পরে
সাঁওতালি মেয়ে, খোঁপায় তীব্র লাল
অর্জুন তাকে চাইল আপন ক'রে।।

নতজানু হবে এমন মেয়ে সে নয়,
বসন্তে সে তো একাই নিজেই সাজে,
আর্যপুরুষে আসক্তি নেই তার
ব্যস্ত আছে সে ফুল ফোটানোর কাজে।।

খোঁপা থেকে খসে গতরাত্রির ফুল
ঝিরঝিরে পাতা পোশাক বুনেছে তার
অর্জুন, সে যে আর্যপুরুষ! ভাবে—

সব সুন্দরে একা তার অধিকার।।

অর্জুনগাছ চেয়ে দ্যাখে দূর থেকে
কৃষ্ণচূড়ার হৃদয় ঝরছে রোজ,
রূপ দেখে তার ধাঁধায় দু'খানি চোখ
ভাবে, কবে পাবে ওই হৃদয়ের খোঁজ।।

কাহিনি এবার শেষ করি তাড়াতাড়ি
কৃষ্ণচূড়ার জেদখানি বড়ো বেশি—
অভিমান সেও বিকাবে না কারও কাছে
বরঞ্চ হবে বন্ধু, বা, প্রতিবেশী।।

যদিও কাহিনি এমন সহজ নয়
অর্জুনে শুধু বাকল ঝরেছে, ঝরে
সাঁওতালি মেয়ে রক্ত ঝরাতে জানে—
আর্যপুরুষ হার মানে অন্তরে।।

পরের জন্মে অর্জুনগাছ হয়ে
কৃষ্ণচূড়াকে বন্ধুর মতো দেখো—
আমাকে চিনতে ভুল কোরো না হে ঋজু,
রক্ত ঝরালে বাকল খসিয়ে ডেকো।।

ঘরপোড়া

জানেন! আমি না, সেই বছর উনিশে
দেখেছি সিঁদুর-রাঙা মেঘ
আহা রে বাছুর! ঘরও পুড়েছিল শেষে,
কী সহজ জ্বালানি আবেগ!

পাতার কুটির গ’ড়ে, লাউয়ের লতায়
ভেবেছিল ঘর যাবে ছেয়ে ;
বসন্তে আগুন দিয়ে ঝরানো পাতায়
পোড়াছাই অঙ্গে মেখে মেয়ে

বাইশে বিবাগী হল, সেই দিন থেকে
গ’লে গেছে দু’চোখের মণি
জানি না, ও পোড়াচোখে তাকিয়েছে কে কে
(তুমিও তো সেভাবে দ্যাখোনি!)

যেভাবে দেখেছি আমি ! দগ্ধ দু’কোটরে
আজও এত দৃষ্টি ছিল বাকি!
সিঁদুরে গোধূলি নয়, অন্ধকার ক’রে

নীলমেঘে বৃষ্টি এল নাকি?

বৃষ্টি বুঝি বন্যা দেবে, তাকে ভাসাবার—
ভেবেছে সে, ঘরপোড়া নারী...
আমার প্রথম গল্প শেষ। এইবার
আপনাকে কি ভালোবাসতে পারি?

রজনী

রজনীর এমনি কপাল
যে পুরুষ তার ভালো লাগে
তাদের সবাই বিবাহিত।
মাসি তাকে বলেছিল কাল

মন যদি ঘুম থেকে জাগে
চোখ তুলে চাওয়াই বিহিত।
চোখ তুলে কী হবে, মাসিমা!
শাড়ি মেলা ওদের বাগানে
সে বাগানে খেলা তো গর্হিত!

চাঁদে তবু অতিথি পূর্ণিমা।
ছাদে উঠে গেল, বোবাটানে,
গেল মেয়ে জ্যোছোনামোহিত।
ঝাঁপ দিবি, রজনী, দিবি তো?

তোমার চোখের কোলে

জলাশয় তোমার চোখের কোলে মাটি
কবে থেকে এমন জমেছে, গোপনীয়
শরীরের, জলের কিনার দিয়ে হাঁটি
জলাশয়, সবকথা আমাকে জানিও।

জলাশয়, তোমার অসুখ কি গভীরে?
কতদূরে কোথায় সরিয়ে নিলে চোখ
কারা যেন জলে নামে রোজ রাত্তিরে
তারা বুঝি তোমার অপরিচিত লোক?

জলাশয় আমি তো তোমার পরিচিত
ভোরবেলা তোমার জলের কাছে আসি
তুমি জানো? বোধহয় তোমাকে ভালবাসি
ভেবে দেখো, কোনোদিন জলে নামিনি তো!

জলাশয় তোমার চোখের কোলে মাটি
আমি শুধু একা একা, পাড় ধরে হাঁটি...।

কলঘরে

কলঘরের আয়নায় আমার মুখ দেখছি
কোনওকিছু জায়গায় নেই
টিপ, চোখ, চোখের পাতা, ঠোঁট
তুমি প্রথমদিন দেখেছিলে যেখানে যা
তুমি বহুদিন রেখেছিলে যেখানে হাত
কিছু ঠিক নেই

এখন আমি ঠোঁট দিয়ে দেখি, চোখের মধ্যে
জিভ কিলবিল করে
কলঘরের আয়নায় আমি শরীর দেখছি
সর্বাঙ্গে দাঁত আর নখ
যেখানে তারা এতদিন ছিল না কোথাও
অন্তত দু'বছর আগে, কী অদ্ভুত !

দু'বছর আগে আমি তোমার সাথে প্রথম শুয়েছি
সময়ের ঠিক নেই
শরীর জাগে, শোয়, ঘুমোয় না একটুও
কলঘরের আয়নায় আমি ঘড়ি দেখছি

ঠিক এই সময়টায় শরীরের মনখারাপ করে।

টিভিযাপনের রাত

একেকটা দিন ভীষণ খারাপ কাটে
রাতে টিভিটাকে পাশে নিয়ে শুই খাটে
সারারাত ধরে রঙিন চ্যানেলগুলো
চোখে ছুঁড়ে দেয় রহস্যময় ধুলো
বিজ্ঞাপনের অসমসাহসী ছেলে
তোমাকে ডাকবে শুধু কোকাকোলা খেলে
মোহময় চোখ, নরম দীর্ঘ চুল
বুকখোলা শার্ট, যুবকের কানে দুল
তোমার চোখেই চোখ মারা তার কাজ
তোমার গলিতে উড়াবে পক্ষিরাজ।
ওকে পাশে নিয়ে শুয়েছি বিজ্ঞাপনে
টিভির বাক্সে ধ’রে গেছি প্রাণপণে
সারারাত শুধু এই পাশ ওই পাশ
একটু আলাদা চ্যানেলের সহবাস।

যুবক পতাকা

এই রোদ কি বর্ষার রোদ?
চারিদিকে পারিজাত আলো
ঝরে পড়েছে বৃষ্টির মতো—
এ রোদে ভেজার লোভটুকু
একান্তই জলবায়ুগত।

তোমাদের দোতলার ছাদে
রোদ্দুরের বন্যা জমকালো
তুমি নেই, সারা ছাদ ফাঁকা।
তারে মেলা তোমার পাজামা
হু হু ওড়ে ; যুবক পতাকা।

এই রোদ তো বর্ষার রোদ
মুখে হাসি,—যেন মন ভালো।
এখনি যে কান্না এসে যাবে!
ছাদে প্রায়-শুকোনো পাজামা
বৃষ্টি দেখে কোথায় পালাবে?

একটি অসম পরকীয়া

কথা বলো মা-বাবার সাথে
আমার আপত্তি নেই তাতে
আমাদের কথা পরে হবে।
সবকিছু দারুন সংযমী
গোপনে যে দুঃসাহসী তুমি
একথা জেনেছি যেন কবে?

মা তোমাকে পছন্দই করে
বাবাও ভাইয়ের মতো ধরে
কিন্তু তুমি বন্ধু তো আমারই
কাকিমা এল না কেন, সোনা?
ওকে যেন কখনও বোলো না
আমি ভালো চুমু খেতে পারি!
সদর দরজা খুলে দিতে
একসঙ্গে নামব সিঁড়িতে

সে মুহূর্তে আমরা পাগল,
ঝোড়ো শ্বাস, সিঁড়ির আড়ালে

অতর্কিতে বিছে কামড়ালে
রক্তময় জ্বালা অনর্গল
ধ'রে যাবে ; ধরবে ধরুক
তোমার বুকের মধ্যে মুখ

ধ'রে যায় কেমন সহজে—
কাকিমা, মিতালি, ভালো আছে?
ওরা কি তোমার কাছে কাছে
আসে, দ্যাখে, কোনো দাগ খোঁজে?
কাল যাব তোমার অফিসে
ঠিক ঠিক চারটে পঁচিশে
তারপর ভুল দিগ্বিদিক...

শহিদমিনারে উঠে গিয়ে
ব'লে দেব আকাশ ফাটিয়ে
ইন্দ্রকাকু আমার প্রেমিক।

একা চাঁদের শহর

আকাশে এমন সমর্পণের চাঁদ
সত্যি বলছি, আমি আগে কখনোও দেখিনি
নিরাপত্তারক্ষীরা ঘোরাঘুরি করছিল সরকারি রাস্তায়
আর সে, এরই ফাঁকে, আমার
ঘাড়ে গলায় মাখিয়ে দিয়ে গেল নোন্তা জ্যোৎস্না।
আকাশে এমন সর্বনাশা চাঁদ
সত্যি বলছি এর আগে ওঠেনি কখনোও
আমার সামনে পিছনে জোয়ান মিনিবাসগুলো
মানুষ গিলতে গিলতে চলেছে রাক্ষসের মতো
আর সে, আমার আগে আগে জোর পায়ে
হাঁটতে হাঁটতে চেঁচিয়ে বলল : আমায় ধরো
আমি প্রাণ হাতে নিয়ে টপকাতে লাগলাম
যমদূত, একটার পর একটা,
সে এক ভারী বিপজ্জনক খেলা।
জোয়ানমদ্দ মিনিবাসগুলোও যখন
ঝিমিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল গ্যারেজে
গ্যারেজ ঢুকে পড়ল ঘুমে
ঘুম ঢুকে পড়ল পাতালে

আমি ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম
নিবে যাওয়া রাস্তায় ; কোথায় জানি না
ঘাড়ে গলায় গড়িয়ে পড়ছে নোন্তা অবসাদ
একটু দূরে, একটু উপরে
চাঁদ তখনও কোনো একটা সম্পর্কের জন্য
নিঃশব্দে মরে যাচ্ছিল।

তুমি কি সাঁতার জানো

জিন্স পরা ছেড়ে দিতে পারি
তুমি যদি বলো ; অন্য নারী

হয়ে যাব অতি অনায়াসে।
যে মেয়ে তোমাকে ভালোবাসে

তার ছোটো চুল, বিনা তেলে
(তুমি যেন কাকে বলেছিলে)

—সে কখনোও হতেই পারে না!
বেশ ; হব নিজের অচেনা

কাল থেকে, তুমি বলো যদি
তোমার পায়ের কাছে নদী

খুলে রাখবে নীল ধনেখালি,
আমার সমস্ত পুরুষালি

মুদ্রাদোষ ওড়াব হাওয়ায়।

জিন্স পরা ছেড়ে দেওয়া যায়

সহজেই ; নদী হতে পেলে...
সাঁতার জানো তো তুমি, ছেলে?

দশবছর আগেকার হাত

আমার হাতের মধ্যে দশবছর আগেকার হাত
আমার হাতের মধ্যে দশটি বছর আর
অতদিন আগেকার হাত
হাতে ক'রে কী আনলি রে? ঘুমের ওষুধ?
তোর যে আঙুল দিয়ে, আঙুলের স্পর্শডগা দিয়ে
শুষে নিতি মাথার অসুখ শিরা থেকে
সে আঙুল বর্তমানে কার?
আমার হাতের মধ্যে ভেসে গেছে হাত
দশটি বছর আগেকার।

মতলবি

দিদির বাড়িতে দেখা বসেছিলে একা একা
দিদি বলেছিল জল দিতে
জামাইবাবুর চেনা অন্যদিকে তাকাবে না
কোনো ভুল হবে না দৃষ্টিতে

এমনই সিদ্ধান্ত ছিল? যে মেয়েটি জল দিল
তার হাতে মেহেদির দাগ
আঙুলে, নখের কোণে, যেন খুব অন্যমনে
কী একটা ছিল ;—অনুরাগ?

কিছুই পড়েনি চোখে? কী ক'রে যে অন্যলোকে
শুরু করে প্রেমের কাহিনি!
একা যুবকের ঘরে কানায় কানায় ভ'রে
শুধু জল দিতে তো আসিনি!

একটি আধুনিক প্রেমের কবিতা

নূপুর বেজে উঠল শুনে
কদমতলায় ছুটল চটুল বালা,
সাইকেলে ঠেস, দাঁড়িয়ে ছিল কালা।
একটা দুটো কথার পরে
বুকের ভিতর ব্যথার কথা হয়
কেমন মিঠে বেদনা আর ভয়!

আর লিখ না অমন চিঠি
পাকাদেখার শমন এবার শিরে,
দিন ফুরোল প্রেমযমুনার তীরে।
কাল এসো না, পরশু এসো।
পাত্র টেকো, সরশুনাতে বাড়ি,
তেইশটি গোঁফ, বাহান্নটা দাড়ি।

আশীর্বাদে মুক্তো দেবে
মা খাওয়াবে সুক্তো, ইলিশভাত
আমি তোমায় ভাবব সারারাত।
পরশু এসো বিকেলবেলা,

নিমন্ত্রণের অঢেল আয়োজন—
তুমি, তোমার মা-বাবা আর বোন।

মা বলেছে, ফালতু ছেলে
এবং তোমার চালচুলো নেই মোটে
বিয়ের ফুলও অনেক ভাগ্যে ফোটে।
কম্পিউটার পড়তে থেকো
বরের ঘোড়া চড়তে তোমার দেরি,
আর রেখো না শারুখ-খানী টেরি।

নূপুর বাজে সকাল সাঁজে
বয়েসকালে নাকাল কত রাধা
কীসের জোরে ভাঙব কুলের বাধা!

চোরাটান

তোমার বাড়ির খিড়কিতে
স্নানঘাট, ঘাটের সিঁড়িতে
গঙ্গা খুব লক্ষ্মী খুকুসোনা
তার নাম লাজুক পুকুর?
তোমাদের রুপোলি দুপুর
কাকচক্ষু জরি দিয়ে বোনা?
তোমার বউটি লক্ষ্মী মেয়ে
দ্বিপ্রহরে শান্ত জলে নেয়ে
লক্ষ্মী আঁকে খিড়কির পথে
পরনে খয়েরি রং শাড়ি
স্নান সেরে উঠে তাড়াতাড়ি
শ্রীঅঙ্গে জড়ানো কোনোমতে
গঙ্গা বুঝি শ্রীমতীর সখী?
গোপনেও নদী কখনো কি
না বুঝে, লুকিয়ে, কিছু ভাবে?
তুমি রোজ বিকেলের মুখে
জল দ্যাখো পাড় থেকে ঝুঁকে,
জল ভাবে দু-হাত বাড়াবে।

বহুদিন নামোনি নদীতে
নদী তোমাকেই চায় দিতে
উথালপাথাল এক স্নান
জল, সে তো এখন তরুণী
তোকে ভালবাসার দরুণ-ই
গভীরে তুমুল চোরাটান।

এবার শ্রাবণে

এবার শ্রাবণে তুমি পাহাড়ে গেছিলে
পাহাড়ের বৃষ্টি বুঝি আলাদারকম?
মেঘেদের ভুলে-যাওয়া অসুখ কি কম,
কথা দিয়ে কথা রাখে, টাইগার হিলে?

শহরেও বর্ষা ছিল; সে তো যথারীতি
ঘুরেছিল একা একা, সারাপায়ে কাদা
পুরোনো অভ্যাস তার মিছিমিছি কাঁদা
আকাশে গভীর মন-খারাপের তিথি

তুমি কি পাহাড়ে উঠে বৃষ্টিভেজা চুলে
এলোমেলো হতে খুব? যুবতি মেঘেরা
তোমাকে শরীর দিত স্বেদবাষ্পে ঘেরা,
ঝরে যেত, তুমি শুধু একটুখানি ছুঁলে?

এ শহরে কোনো মেঘ অলিতে গলিতে
খুঁজেছিল চেনামুখ নিঠুর ছেলের
সে তো কথা দিয়েছিল?...শেষ বিকেলের

বৃষ্টি একা ফিরে গেল শহরতলিতে।

উড়ন্ত রাতপোশাক

ঘুমের মধ্যে কথা বলছে পাড়া
রাতের পাথরখানা মাথায় চাপিয়ে
জমে আছে দুর্ভেদ্য গলি
এমন সময় চুপচাপ,
ছাদ থেকে ঝাঁপ দিল
উড়ন্ত রাতপোশাক।

তার যেন ডানা ছিল,
অন্তত কথা ছিল ডানা থাকবার ;
শহরের অধিকাংশ ঘরে
চলছিল শেষদৃশ্য,
যে নাটকের বিজ্ঞাপন
শৌখিন প্রতি জানলায়
কুঁচকে গিয়েছিল ঘুমে ভিজে,
সে সময় কাউকে না ব'লে
আকাশে বেরিয়ে পড়ল
ঘুমন্ত রাতপোশাক।

জানলায় পর্দা নিভে গেল
মুখোশের চোখে নিভে গেল লাল নীল আলো
শহরে অদ্ভুত ঘুম,
ঘুমে ভেজা ভুল বিজ্ঞাপন,
সে-সব উপেক্ষা ক'রে উড়ে গেল গভীর বিপথে
জ্বলন্ত রাতপোশাক।

রূপকথা

আদিগন্ত রাজ্যপাট তোমাকে দেখেছি ছেড়ে যেতে
যখন কোপাচ্ছ মাটি এক চিলতে বেড়াঘেরা খেতে

তোমাকে দেখেছি আমি দূর থেকে, বাঁধের ওপরে
দাঁড়িয়েছি কতদিন, নদীর রঙের শাড়ি প'রে

আমি জানি তুমি সেই রাজকুমার, আড়াল-বিলাসী
কোথায় তোমার বীজ, কী শস্য বুনেছ খেতে, চাষি?

জলের খোঁজে কি তুমি তাকালে এদিকে মুখ তুলে!
নদীকে কাঁপাল ঢেউ, নদীও তো গিয়েছিল ভুলে

কবে সে এসেছে ফেলে প্রাসাদে সোনার জল-ঝারি
তুমি কি চিনেছ ঠিক? আমি সেই রাজার কুমারী...

তরুণী মেঘের বৃত্তান্ত

এত অসহিষ্ণু কেন
কেন এত পীড়িত, দম্পতি
তরুণী মেঘের দিকে
উড়ে গেলে বৃদ্ধ প্রজাপতি!

গবাক্ষে ডিমের খোলা
ভূতে তাড়িয়েছে মধুমাস
সংসার সুখের ছিল
মোকাবিলা করেছ সন্ত্রাস

এ কেমন দুর্বিপাক
আকাশে ডাকিনী মেঘ নাচে
সমাজ জড়িয়ে আছ
হৃদয়ের ঠান্ডা লাগে পাছে

অন্ধ নিলে দৃষ্টিভোগ
তোমার ভাঁড়ারে কিবা ক্ষতি
তরুণী মেঘের জল

কালি হয়ে ঝরেছে সম্প্রতি।

ঝিকমিকে কবিতা

পশ্চিমা রোদ ধাক্কা খেল বিষম জোরে
ময়ূর মহল ডাকবাংলোয়, ম্যাসাঞ্জোরে

লাগল আগুন কমলা রঙের শার্সিখানায়
দস্যিমেয়ের দুই হাতে কি আর্শি মানায়?

আর্শি ভেঙে টুকরো হল খেলাচ্ছলে
মুখ দ্যাখে রোদ ময়ূর-চোখের ছলাৎ-জলে

ছলাৎ শব্দে রক্ত ভাঙে বুকের ভেতর
হঠাৎ-আসা পূর্বদেশের যুবক কে তোর?

কী খুঁজছে সে নদীর বুকে স্বর্ণ-সেঁচায়
পর্যটকের মুগ্ধতা কি সূর্যকে চায়!

খুলছে যুবক অধীর হাতে জামার বোতাম
রং-চটা জিনস্; শরীর বেয়ে ঝকঝকে ঘাম

জ্বলছে রোদে, রোদের মতন, সন্ধেবেলা

বন্য চোখে শোণিতকণার অন্য খেলা—

দস্যিমেয়ে পশ্চিমা রোদ নেশার ঘোরে
পুড়ল, এবং ধাক্কা খেল বিষম জোরে

খেলতে খেলতে পর্যটকের শরীর নিয়ে
হাসছে ময়ূরাক্ষী নদী ঝিকমিকিয়ে।

আমি কি রোদ্দুর

তোমার গায়ে রোদ এলিয়ে বসেছিল সেদিকে চোখ তুলে
তাকাব কী করে!
ওর কি হায়া আছে! কীভাবে ঢেলে দিল নিজেকে অনায়াসে
তোমার উপরে

আঁকড়ে ধরেছিল তোমার বুকপিঠ পিছলে যেতে যেতে
নেশায় চুর
তুমিও সেরকম! ওকেই কাছে টেনে সোহাগ করেছিলে
সারা দুপুর

আমি তো দেখব না, এবার ফিরে যাব মাঠের আল ধরে
একা একা
যা-খুশি করো তুমি, তোমার রোদ্দুর ভীষণ পাজি, আর
বড়ো ন্যাকা

নিরালা এই মাঠে কী ক'রে হয়ে গেলে অমন লুটোপুটি
দু'জনে
(সত্যি কথা বলি, আমারও মাঝেমাঝে ওসব সাধ হয়

গোপনে!)

বিকেল প’ড়ে এল, ওঠ্ রে রোদ্দুর, তুলে নে তোর ছাড়া
শাড়ি
নিরালা নীল মাঠে আদর খেলা ছেড়ে এবার যেতে হবে
বাড়ি

এখনও শুয়ে তুমি! আমার দিকে ফিরে নীরবে বলেছিলে
—কী?
আমি তো ভালোবাসি—লুকিয়ে, মনে মনে,—আমি কি রোদ্দুর
ছি!

ঋতুরঙ্গ

সিঁড়িতে রোদের দাগ

সিঁড়িতে রোদের দাগ, সেই দাগে লুকোনো পা ফেলে
শহরের প্রান্ত থেকে ফসলের গন্ধ নিয়ে এলে

দ্বিতলে, কোণের ঘরে, দেয়ালের পলেস্তারা খসা
ধুলো ও জীবাণু নিয়ে অসুখের সঙ্গে ওঠাবসা

এখানে নিয়ত; তুমি এ ঠিকানা কোথা থেকে পেলে!
এসেছ আমার ঘরে সিঁড়িতে রোদের দাগ ফেলে

কে তুমি, দু-চোখে কোন ঋতু?
এখন কি সুখচরে থাকো?

এখানে নদীটি ছিল, মনে আছে ভেঙে পড়া সাঁকো?
মুখ চেনা ছিল তার।—শরীর? শরীর; তার বাঁক-ও

তখনও নদীর বুকে জল বাড়ে কমে, জ্বর আসে
নদীর সমস্ত জল শুষেছিলে আগুন বাতাসে

মনে পড়ে? মনে পড়ে? বলো, মনে পড়ে সব কথা?
জলেও আগুন জ্বেলে ভেবেছিলে নেভাবে অযথা

তোমার গন্তব্য ছিল, সময় ছিল না ডুবজলে
এখানে নদীটি আজও ছাইচাপা দুঃখ হয়ে জ্বলে;

মনে পড়ে কোন নদী? মনে পড়ে, কোনখানে সাঁকো?
মুখখানি চেনা লাগে, এখন কি সুখচরে থাকো?

তোর সঙ্গে, তোমার সঙ্গে

শুধু আধোখানি ভালোবাসা

দরোজার আড় থেকে আধখানা চাঁদমুখ তোর
ভেবেছ, এখনি ভুলে যাব?
আশরীর অমাবস্যা, আশরীর উপোসি চকোর
চাঁদমুখ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাব

চিরন্তন নখে দাঁতে; হৃদয়ে যেটুকু ধার আছে
নির্বিশেষে রেখেছি শানিয়ে,
পালিয়ে কোথায় যাবি? ওই চোখে কৃষ্ণপক্ষ্ম নাচে
আধখানা ভালোবাসা নিয়ে।

তোমার সঙ্গে কাকজ্যোৎস্নায়

আমার সঙ্গে হাঁটছিলে তুমি শহর জুড়ে
হাঁটতে হাঁটতে পথঘাট ছিঁড়ে উড়ল হাওয়ায়
রক্ত বেরোল কুমারী মাটির গর্ভ ফুঁড়ে
কত যন্ত্রণা তোমার সঙ্গে হাঁটতে চাওয়ায়!

যন্ত্রণা ছিল ছাতিমগন্ধে বাঁধনহারা
শীত না শরৎ! বিস্মৃত ঋতু অন্ধকারে
শরীরে শরীরে স্পর্শপ্রমাদ খুঁজছ কারা?
কী আছে পথের প্রান্তে তা কেউ বলতে পারে!

পথের প্রান্তে পড়েছিল কোনো সন্ধিক্ষণ
অনেক রাত্রে উড়নচণ্ডী চাঁদ দিল টান—
আমার সঙ্গে হাঁটছিলে তুমি, হঠাৎ কখন
কাকজ্যোৎস্নায় উড়ল তোমার নীল আলোয়ান।

সিঁড়িতে রোদের দাগ

সিঁড়িতে রোদের দাগ, সেই দাগে লুকোনো পা ফেলে
শহরের প্রান্ত থেকে ফসলের গন্ধ নিয়ে এলে
দ্বিতলে, কোণের ঘরে, দেয়ালের পলেস্তারা খসা
ধুলো ও জীবাণু নিয়ে অসুখের সঙ্গে ওঠাবসা
এখানে নিয়ত ; তুমি এ ঠিকানা কোথা থেকে পেলে!
এসেছ আমার ঘরে সিঁড়িতে রোদের দাগ ফেলে
কে তুমি, দু'চোখে কোন ঋতু?

শুধু আধোখানি ভালোবাসা

দরোজার আড় থেকে আধখানা চাঁদমুখ তোর
ভেবেছ, এখনি ভুলে যাব?
আশরীর অমাবস্যা, আশরীর উপোসি চকোর
চাঁদমুখ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাব

চিরন্তন নখে দাঁতে ; হৃদয়ে যেটুকু ধার আছে
নির্বিশেষে রেখেছি শানিয়ে,
পালিয়ে কোথায় যাবি? ওই চোখে কৃষ্ণপক্ষ নাচে
আধখানা ভালোবাসা নিয়ে।

কাল থেকে আসব না

স্বপ্নে তো পুরুষ ছিল, তুমি কেন সেই স্বপ্নে এলে
দশবছরের ছোট্টো তুই অনুরাধাদির ছেলে

চিবুকে তীক্ষ্ণ তিল, আমার দেখার কথা নয়
কান্না কথা শুনেছিল, নিঃশ্বাস মানল না ভয়

উত্তাপে কি তোকে ছুঁল, চমকে তুই তাকালি এদিকে
তোকে আর পড়াব না, বলে আসব অনুরাধাদিকে

মেধাবী, দুর্বিনীত, স্বল্পবাক, ঈষৎ অদ্ভুত
কিশোর পুরুষ তুমি, নাকি কোনো স্নিগ্ধ দেবদূত?

বয়স চুলোয় যাক, সম্পর্কে পরিচিত মাসি
বিশ্বস্ত আসাযাওয়া, কাছাকাছি থাকা, হাসাহাসি

কেউ কিছু ভাবছে না, বয়সের দারুণ অমিল
আমি শুধু তোকে ভাবি, চিবুকের ডানদিকে তিল

কোনওদিনও দেখিস না, তোর নাম লিখেছে মলাটে

বুধবার বিকেলের অপেক্ষায় সারাহপ্তা কাটে

পড়া শেষ হয়ে গেল, আটটা নাগাদ লোডশেডিং
হাত ধরো বাণীমাসি, এইদিকে বারান্দা, রেলিং।

দেখতে পাচ্ছি না কিছু, অন্ধকার কতটা জটিল
তোর মুখে হাসি আছে, চিবুকের ডানদিকে তিল?

দশবছরের দেরি, তবু চোখে নেই অনুতাপ
আমি তোর মাসি হই, তোর সঙ্গে করব না পাপ

কাল থেকে আসব না, তোর চোখ কেমন সন্ধানী
অন্ধকার বলেছিল এই মেয়েটির নাম বাণী।

তুই যেন না শুনিস, অনুরাধাদিরা বড়ো ভালো
যেতে পারব, হাত ছাড়ো, ঘরে গিয়ে মোমবাতি জ্বালো...

ব্যভিচারিণী

ঠিকরে গেল চোখের মণি
তোমায় দেখা এমন দায়
রূপ দেখেছি দুপুরবেলা
সিঁড়ির নীচে, বারান্দায়।
এক্ষুনি ও-চোখ বিঁধেছে
নীলচে গরল রোমকূপে
অন্ধ করো, অন্ধ করো
অন্ধ মরে কোন্ রূপে?
চোখের পাতায় পাপের পাহাড়
কাঁপছে প্রবল ডানভুরু
আমার ঘরে পুরুষ আছে
জঙ্ঘা, নাভি, দুই উরু
সমুদ্র নেই সমুদ্র নেই,
চিলেকোঠায় ছিটকিনি
দুপুরবেলা নদীতে চল
কোটাল আসার দিন চিনি।
সমুদ্র তোর হাতের মুঠোয়
উপচানো ঠোঁট, আঁশটে নুন

জলের নীচে পুরোনো টান
জলের উপর তুই নতুন।
কত বছর স্নান করিনি
জ্বর শুষেছি দু'চক্ষে
ওরা আমার অসুখ দ্যাখে
দূর থেকে আর অলক্ষ্যে।
আজন্মকাল ক্ষুৎপিপাসু
রূপ খুলে দে, রূপকে খাই,
এখন আমি ভাত রাঁধি না
উনুন ভাঙা, উড়ছে ছাই।
তাপ দ্যাখেনি আকাশপাতাল
পাপ দ্যাখেনি আমার চোখ
ঘরের পুরুষ অন্যঘরে
আমার পুরুষ অন্যলোক।

বিষাদ ও অম্রুতাঞ্জন

ঘাড়ে চাপল মনখারাপ
মন কামড়ে খেল সে কোনজন!
যে খেয়েছে সে খেয়েছে
কপালে আছে অম্রুতাঞ্জন।

সারাদিন বিছানায়
ধু ধু করে নোনতা অবসাদ
কোনোমতে শুয়ে আছি
গড়ালেই চারিদিকে খাদ
খাদের ওধারে ভিড়
চেনা চেনা মুখেরা তিনজন—
মা বাবা দাদার হাতে
নিউ ং অম্রুতাঞ্জন

মধুর প্রদাহ ছাড়া
চাপা পড়ে গেছে সব বোধ-ই
দু-রগে জ্বলন ঘষি
ঘাড়ে কী দারুণ ঠান্ডা নদী!

বুকে পিঠে ধুম জ্বর
পোড়ামুখে রোচে না ব্যঞ্জন
বিষাদ আমাকে খেল,
আমি খেয়েছি অশ্রুতাঞ্জন।

বারান্দার নীচে

ওই বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে
প্রেম করব বাসস্টপের ছেলেদের সঙ্গে
গভীর চোখে তাকাব তোমার পাশের
অন্য যে-কোনো পুরুষের দিকে
তার হাত ধরব, হেসে উঠব, বলে যাব
'দেখা হবে,
যাচ্ছেন তো আকাদেমিতে'
তোমাকে ঈষৎ হাত নেড়ে
আগে আগে রাস্তা পেরোব
একা, বা, অন্য কারও সঙ্গে
একটুও তাড়া নেই, কোনোই কষ্ট নেই
তুমি সেই কতক্ষণ থেকে হাসিমুখে
পুড়িয়ে চলেছ নির্লিপ্ত সিগারেট
বাসস্টপ ফাঁকা হয়ে গেছে
আকাদেমি-অভিমুখে চলে গেছে যুবকের দল
আজ যেন কাদের নাটক...?
ফাঁকা বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে আমি
প্রেম করছি পোস্টারের সঙ্গে।

মধুকূপী মাঠের গল্প

শিয়রের কাছে বাতি জ্বেলে
ঘুমিয়ে পড়েছে সেই ছেলে

আসলে সে রাজার কুমার

আমি তার দুই চোখে চুমো
দিয়ে আসি, বলি—তুই ঘুমো।

সে জানে না নামটি আমার

অথবা সে আমাকেই জানে
দেখে থাকবে এখানে ওখানে,

আমি তো এসেছি নিত্যদিন

দেখা কি হয়েছে কোনো রাতে?
আমি তার ঘুমে ভরা হাতে

রেখে আসি শিরোনামহীন

নতুন কবিতা, চুপিচুপি
তার চারিপাশে মধুকূপী

ঘাসের জঙ্গল হয়ে যায়

ঘাসফুলে ছেয়েছে খামার
শুয়ে আছে রাজার কুমার

চুমো দিতে তার দুই পা'য়

গোপনে প্রবল ইচ্ছে করে
এই ঘরে, ঘাসের উপরে

খুলে রাখি অতৃপ্ত আঙুল

সকালে প্রাসাদে ফিরে গিয়ে
দেখো, চুলে রয়েছে জড়িয়ে

দশটি মাঠ,
মধুকূপী ফুল...।

দুপুর

নিঃশব্দ দুপুর।

কলিংবেলের থেকে একচুল দূরে কার হাত
বহুযুগ ধরে স্থির হয়ে থাকে আমি জানি
আমি তার তাপ চিনি, ঘাম চিনি, গলার দু-পাশে
সুবর্ণরেখাও চিনি, নদী আর নির্জলা বালি,
চিনি না খোঁড়ার দাগ, আঁজলা জলে নিঃশ্বাস লেগে
কেঁপে যাওয়া মুখচ্ছবি
স্থির হও ছবি, স্থির হও;

তোমাকে দেখব আজ, আজ সেই নিশুতি দুপুর,
কলিংবেলের থেকে একচুল দূরে কার হাত?
কে এল! কে এল! বলে দুপুর পাখির ডাক
বেজে ওঠে বেলের আগেই
সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায় পায়ের আওয়াজ
দুপুরের ফিরে যাওয়া বহুযুগ ধরে আমি চিনি
দরজাটা বন্ধই থাকে...

ভালোবাসবার পরে

ভালোবাসবার পরে তুমি আঁচড়ে দেবে চুল
খুঁজেও দেবে হারিয়ে যাওয়া দুল

এমন আমি আগেই ভেবেছি
চান করানোর পরে তুমি মুছিয়ে দেবে জল
গুছিয়ে দেবে লুটন্ত আঁচল
তবেই না এই জলকে নেবেছি!

এখন জলে আগুন আছে, সামান্য নয় ঢেউ
যেসব আমি ভাবিনি স্বপ্নেও
তেমনি স্রোতে যেই রেখেছি পা
পায়ের পাতা টুকরো হল—একটা রঙিন মাছ
ফেলল ভেঙে পুকুরঘরের কাচ
(ঠাকুর আমার লজ্জা নিয়ো না)
পায়ের পাতা মাছ হয়েছে, গভীর জলে ঝাঁপ,
খেলছে হাঁটু, উরুর দিকে চাপ
উঠছে, কোমর, এবার তোমার দান
তারপরে আর দান ফেলিনি, উপুড় হল ছক

নিজেই খেলা খেললে মারাত্মক
এই বুঝি সেই দুপুরবেলার চান?

স্নান কি খেলা? স্নান কী ভালো! রোদের নীচে ডুব
ঠাকুর আমার জ্বর এসেছে খুব
শরীর, ভিজে শরীর জুড়ে তাত
চুল ধুয়েছি অঝোর ঘামে, ও-চুল অম্নি থাক
কানের ঝুটো মুক্তো ঝ'রে যাক
কোথায় তোমার ঘুমপাড়ানি হাত?

তিনসত্যি

বিকেল

তোমার কলম থেকে ঝরে পড়ল অজস্র দুপুর
অনেক লিখেছ আজ, এইবার বারান্দায় নামো
বিকেল দাঁড়িয়ে আছে, ওর হাতে ভাঁজভাঙা পথ...
ধুলোমাঠ বিকেলের।

তোমার পায়ের পাতা ভালো...

শিরিষ

প্রাচীন শিরিষ গাছ, সবুজ রেখেছে বহু দূরে
তোমার পিদিমফুল অনাসক্ত, আকাশে তাকানো
ছায়ায় শুয়েছি শুধু, সারাদিন ঘুরেছি রোদ্দুরে
আগে তো বলোনি, গাছ, তুমি এত ভালোবাসতে জানো!

গোপন

সামান্য নিঃশ্বাস দাও, যৎসামান্য বিস্ফারিত পাপ
রাখো দুঃসাহসী ঠোঁটে—সাহস তেমন কিছু নয়
এ কথা গোপন থাকবে, যে গোপনীয়তা মধুময়

মধুর বিষের মতো আকণ্ঠই ভরেছি সন্তাপ...

ভিতরে ভিতরে

তোর কপালে কীসের গন্ধ
তুই কদম ফুলের বন্ধু?
তাই এনেছিস এই ঝাঁঝালো বাদল সন্ধ্যা!
—ঘরে এসো, আমি দরোজা করে দি' বন্ধ
আজ ভিতরে বাহিরে বৃষ্টি
তবু চেয়ে দ্যাখো, কত কষ্টে
আমি জোগাড় করেছি শুকনো জ্বালানি শেষটায়
—আগুন দেবে না শরীরে শরীর ঘষটে?
তুমি চোখে চোখ রাখা মাত্র
জ্বলে উঠবে মশাল রাত্রির
আহা কী পাগল শিখা একে অন্যকে হাতড়ায়
ওই তরল আগুনে ভরব ওষ্ঠপাত্র
যদি হয়ে যাই পুড়ে ভস্ম
তবে দুরন্ত এই বর্ষায়
ভেসে চ'লে যাব মাঠে যেখানে সহজ কর্ষণ
...ভিতরে বাহিরে বহন করেছি শস্য...

নীল বাথরুমে

বাথরুমে সামুদ্রিক টালি
এ সমুদ্র গরম হাওয়ার
তুমি জানো!

সারা গায়ে অভ্রকুচি, বালি
এসো, এই খুলেছি শাওয়ার
হবে স্নানও।

শাওয়ারে আদিম জল লোনা
শরীরে শরীর চেপে রাখো
জলে ধার

জল থেকে পাথর তুলো না
গভীর পাথরে গড়া সাঁকো,
পারাপার

করেছি সমস্ত জলধারা
আশরীর তবুও সাহারা—
বলো তুমি,

সব ঘর ডুবে গেল ঘুমে
এখনও এ নীল বাথরুমে
মরুভূমি...।

শিকার গল্প

মুখ তোলো মুগ্ধ বাঘ, চারপাশে এখনও সবুজ
পড়ে আছে থরোথরো, এখানে শিকার ধরা বাকি
কতদিন ফেলে রেখে চলে যাবে হরিণের নাভি
এসব হিংস্রতা নয় (যে জানে সে চেয়েই উন্মাদ)
এ রক্তে কেমন গন্ধ, বলো, গন্ধ চূড়ান্ত কাতর
কেমন আমূল কষ্ট সবুজে যখন রাখলে মুখ
শুধু মাংসভুক নও, তৃষ্ণা ছিল বন্য তরলেরও
পুকুরের ধারে তাই পেতে রাখো আর্ত দুই থাবা...
মুখ দ্যাখো, অন্ধ বাঘ, বলো তো এ অন্যমুখ কার?
ভালো লাগছে? নিজেই নিজেকে বলো,—আমাকে বোলো না
পুকুরে অনেক জল, নামতে চাও নামো, কিন্তু দেখো
জিজ্ঞেস করো না জলে কত নীচে আছে অন্যদেশ
চুপ করো, দুষ্টু বাঘ, তুমি দ্যাখো, আমি তো দেখব না
আমি তো সবুজে আছি, আমি চোখ বুজেছি তখন
আঁধার জলের পাড়ে, থরোথরো অতল দুপুরে
জলে কি হরিণগন্ধ? আহা বাঘ, ভুলেছ শিকার
কতদিন পরে মুখ দেখলে এই ত্রিকোণ মুকুরে?

আর আমাকে থাকতে বলবে না?

এইসব অথই দুপুর
আছাড়িপিছাড়ি সুখ, নাকেমুখে বাঁধভাঙা ঘাম
এ সবই আমার, সোনা?
আর কোনো রাত্রি কি দেবে না?

লাল নীল সব শিরা ছিঁড়েখুঁড়ে দেখা হয়ে গেল
নিঃশেষে উঠে এল নখে
কদমের মুগ্ধ রেণু
পুড়ে পুড়ে নিভে এল জ্বলন্ত জন্মদাগ
এখন যে দারুণ ঘুম পায়!

সারাদিন খোলামাঠে অবাধ চারণ
চষাজমি, নীলরোদ, গভীর খাটুনি—ভবঘুরে,
আমাকে কেন তাঁবুতে ডাকবে না?
নিঃশ্বাস ফিরিও না, এ গন্ধ তোমার, তোমার
এখনও এ-মেঝের ওপরে
জমে আছে থই থই দু-মানুষ সমান নিশ্বাস
এত স্নান, দুরন্ত আরামের পরও

ক্লান্ত লাগে, নিরাশ্রয় লাগে...

এলোমেলো ঘরদোর,
ছিটকে ওঠা স্পর্শসুখ লেগে
গড়িয়ে পড়েছে ফুলদানি
জেনে বুঝে খুলে রাখা কবিতার বুকের পাতায়
বয়ে গেল ক্ষিপ্র কোটাল...

কবিতা কুঁচকে আছে বালির পরত বুকে নিয়ে
উথলে ওঠে ফুটন্ত দুপুর
সাড়ে চারটে বেজে গেল
আর আমাকে থাকতে বলবে না?

খরশান অভিমান লেগে
ছিঁড়ে যাচ্ছে গুর্জরী চাদর
ঝুলিয়ে এসেছি আমি তোমার চেয়ারে
ঘামে ভেজা নীল অন্তর্বাস
মনে করে নিতে আসব সন্ধে নাগাদ
তখন মীরাদি ফিরবে, তোমরা বুঝি চায়ের টেবিলে...
আমাকে দরজা খুলবে না?

তোমার পাশে সিটে

সমস্ত পথ তোমার পাশের সিটে
বসেই এলাম, অথচ মধ্যিখানে
যোজন যোজন দুরন্ত নদনদী
সারারাস্তাই অন্যপাশের লোক
আঁকড়ে ছিল কি আমার ঊরুর তাপ
এমনকি তার পিছল আঙুল দিয়ে
শরীরের থেকে শুষে নিচ্ছিল কিছু
সেসব তেমন বুঝতে পারিনি, শুধু
অতি সাবধানে বাঁচিয়ে রেখেছি হাত
যদি ছুঁয়ে যায় সে-হাত তোমার হাতে
সেই মুহূর্তে পৃথিবী ধ্বংস হবে
আমার শরীরে করুক যার-যা খুশি
পোকা লেগে যাক, সেঁটে যাক ছিনে জোঁক
ছোঁবো না তোমার পালকের পাঞ্জাবি
ঝাঁকুনি বাইরে, ঝাঁকুনি ভিতরে, নীচে,
পায়ে পায়ে ঠোকাঠুকি, নখে ঘষা লেগে
এখনি পুড়বে শহর, পুড়ব আমি
তুমিও কি পুড়বে না, জানলার ধারে

দূরে বসে আছ, পাশেই, প্রবল পাশে...
বুকে উঠে এল অন্যলোকের হাত
যা-খুশি করুক, সরব না তোর দিকে
মরব না এত তাড়াতাড়ি তোকে ছুঁয়ে
বাস থেকে নেমে অন্তত একবার
আরও অন্তত একবার চুমু খাব
সাপটে ধরেছে অন্যপাশের হাত
ওটা কিছু নয়, ভালোবাসা ছাড়া আর
কিছুতে মরি না, তোমার আমার মাঝে
সিটে বসে আছে মৃত্যুর মতো সুখ
এত নদনদী, ওপারে তোমার আলো
দেখতে পেয়েছি, পৌঁছাতে কত দেরি
শেষ বাসস্টপে? তোমাকে একটিবার
আরও একবার স্পর্শ করার আগে
মরে যাব না তো? বলো, মরে যাব না তো?

চিলজন্ম

কী শিখেছ ইহজন্মে? চিলের মতো সুযোগসন্ধান
এক টুকরো অন্ধকার হাতিয়ে নেওয়া ঠোঁটের ভেতরে
যথেষ্ট সময় নেই, দ্রুত ছিঁড়ে ফেলা রক্তমুখ
গভীর অসুখী ডানা সারাদিন চক্রাকারে ঘোরে...
এ জন্ম চিলের জন্ম, আজীবন প্রখর উড়ান
তোমার মসৃণ পিঠে বিঁধতে চাওয়া সুতীক্ষ্ণ পালক
কতবার আকাঙ্ক্ষিত অপরাধ, লক্ষ্মীছাড়া সুখ
মুঠোয় সংসার ঢেকে একা একা চলেছ বালক
যে মুহূর্তে একা পাই সে মুহূর্ত আমার, আমার
বালক হতচকিত, হাত থেকে সমাজ গড়ায়
রাস্তা থেকে নর্দমায় গিয়ে পড়ে ; পড়েছে পড়ুক
মারণাস্ত্র দুই ঠোঁট, ঢুকে গেছে তীব্র নিশানায়
তোমার সুস্বাদু ত্বক ছিঁড়ে নিয়ে আকাশে পালাব
যেখানে কঠিন চূড়া লবণাক্ত, সমস্ত পাথুরে
নখরে বিঁধিয়ে রাখব মনুষ্যজন্মের মতো ক্ষুধা
যতবার কাছে পাব তোকে তোর বাড়ি থেকে দূরে।

বুকের সৈকতে ঝাউবন

বুকের সৈকত থেকে উঠে এসো, স্বপ্ন ঝাউবন
সরে এসো, এ দুপুর জোয়ার আসার, মনে হয়,
বালি ওড়ে ক্ষুরধার, এ বালি তো অশরীরী নয়
লবণপাথরে লেগে অসতর্কে পুড়ে গেল মন

বুকের সৈকতে মুখ ঢেকে রাখো, মগ্ন ঝাউবন
শুয়ে থাকো, সব ঝড় বুকে রাখো, গোপন পাতায়
লিখে রাখো জোয়ারের ডাকনাম, ভিজে কবিতায়,
সে ঠিক বুঝেই নেবে তুমি তাকে ছুঁয়েছ কখন

বুকের সৈকত জুড়ে যে দেখেছে উষ্ণ ঝাউবন
যে দেখেছে ঝড় ওঠা, চলমান দীর্ঘ বালিয়াড়ি
ঝাউগন্ধ গায়ে মেখে সে যখন ফিরে গেল বাড়ি
সাগরে ভাঁটার টান, বালুক্ষতে রুপোলি জ্বলন

কবিকে জিজ্ঞেস করো

কবিকে কবিতা নয়, আরও কিছু অন্য প্রশ্ন করো
প্রশ্ন করো শব্দহীন, মাত্রাছাড়া, অশুদ্ধ আঙ্গিকে
জানতে চাও সে যখন সাধারণ জৈব সহচর
কবিতাকে ছুঁতে চেয়ে সে-ও ছিটকে পড়েছে কখনো?
কবিকে জিজ্ঞেস করো সে পুরুষ কি না, কিংবা নারী?
শরীরে কোথায় ব্যথা লেগেছিল—না, কবিতা নয়,
জীবন বানাতে চেয়ে, যেখানে জীবন লেখা পাপ
প্রশ্ন করো তাকে, সে কি অন্য কোনো অন্তরাল চায়?
সে কি মানুষেরি মতো ভালোবাসে কবিকে, গোপনে?
কবিতা-পোশাক ছেড়ে শুতে যায় কবিতার পাশে
কবিকে জিজ্ঞেস করো সে কখনো কবিকে চুম্বন...

থাক, আর প্রশ্ন নয়।
সভ্যতা উন্মাদ হয়ে যাবে।

কবি ও কবিতা

শেষ বাস চলে গেল, এরপর যে আসবে, সে রাত
ফাঁকা রাস্তা, বৃষ্টিপাত, ধোঁয়াধোঁয়া হ্যালোজেন আলো
আসেনি এখনও, তবে আসবে ব'লে খবর পাঠাল
কী করব? খিদের মুখে তাড়াতাড়ি দু'জনের ভাত...

তুমি খাটে শোও, আমি বারান্দায় শুয়ে নিতে পারি
আমার মাদুর আছে। অসুবিধে হলে ডেকে তুলো
এখনি ঘুমোবে? নাকি দেখাবে নতুন লেখাগুলো
শেষ বাস চ'লে গেল! (যাওয়ার গরজ শুধু তারই)

সংসার কেমন চলছে? এত চাপ কাঁধের ওপরে
সমস্ত সামলিয়ে আছ, জানি। লিখছ দারুণ কবিতা
পড়েছি নতুন বই, উৎসর্গ : তোমাকে, পরিচিতা
ওই কবিতার সঙ্গে সারারাত থাকতে ইচ্ছে করে

যখন, কেবলমাত্র তুমি

আমি কারও চোখ দেখলে বলে দিতে পারি
তার সঙ্গে প্রেম হবে কি না
আমার কখনো
রাস্তাঘাটে ট্রামেবাসে বন্ধুর বাড়িতে
মাঝে মধ্যে চোখ গিঁথে যায়
অরক্ষিত মুখে
আমি জানি তাদের মধ্যেই কোনোজন
আমাকে ভাসান দিয়ে যাবে
লোনা সর্বনাশে
অনিবার্য দুপুরের মাটি ভেদ করে
উঠে আসবে ঘামে ভেজা পিঠ,
কোনো একদিন
এসব এখনি আমি বলে দিতে পারি
যখন, কেবলমাত্র তুমি
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে...

নিশ্বাস ডুবিয়ে আসি জলে

নিশ্বাস ফেলিনি আমি
পাছে কেঁপে যায় তোমার ঘরের আলোহাওয়া
পাথর ফেলিনি আমি জলে
পলক ফেলিনি আমি

যদি ভেঙে যায় তোমার এ ভরা নির্জনতা,
সরে গেছি কোলাহল নিয়ে
দূরে, কোনো নির্বাসনে
যেখানে উড়ন্ত শ্বাসে দ্বিপ্রহরে মেঘ জমে
পরিত্যক্ত আকাশের কোণে

সেখানে পলক রাখি
আর ঝরে যায় রাশিরাশি চোখের পাথর
জলে ভাঙে চক্রাকার ঢেউ
এখানেও শব্দ নেই
এখানে বৃষ্টিও নেই, আলো নেই একেবারে
তুমি নেই, ইচ্ছাকৃত ভুলে

তোমাকে এসেছি রেখে
সুবাতাসে,—মনোরম! সুঠাম জানলার পাশে
ফুলদানে ব্যথিত গন্ধরাজ
এসবই তো মানানসই,
পাছে এলোমেলো হয় তোমার বিন্যস্ত চুল
নিশ্বাস ডুবিয়ে আসি জলে...

দেখি তুমি কতদিনে

মনে পড়ে, এতদিন দেখেছি যথেষ্ট দূর থেকে
কপালে আকাশে, আর দৃষ্টি গেছে দিগন্তে পালিয়ে
বসে আছ, ভাসমান, টেবিলে পালক খুলে রেখে
গোধূলির লক্ষ্মী তারা দিয়ে গেল বাতিটি জ্বালিয়ে

তোমার পালক সাদা, তোমার আলোর রং নীল
এত মায়া, এত দূর থেকে তাকে অপার্থিব লাগে
তোমার অসুখ দেখব, দেখাও বিষিয়ে ওঠা তিল
পালকের নীচে কোন শরীর পুড়েছে ক্ষতদাগে

সেসব লেহন করব, বরং অসুখ সহনীয়
ও পবিত্র মহামারি, এইবার সংক্রামিত করো
ক্রমশ কঠিন হবে সব প্রতিরোধ, দেখে নিও...
ভেসেছ প্রচুর, আজ দেখি তুমি কতদিনে ঝরো

আয়ত্ত সহন

আরেকটা দিন
সকাল ঘুমিয়ে আছে উশখুশ ঘুমে
বালিশে জলের দাগ—চোখের জলের?
এখনও উপুড় করা দু'চোখের নাও
আহা, এইবার নামো, গাঙে, দিনভর...
বইঠা মনখারাপ, বইঠা বেচারা
দলাদলা জল কাটে, জল কি কঠিন!
মনে হয় কাটবে না, তবু কেটে যাবে
এভাবেই, তুমি ছাড়া আরেকটা দিন...
ফেরা
এতদিন কোন দেশে ছিলে! তুমি জিজ্ঞেস করেছ
—বলো তো কোথায়? জানো? যে দেশে এবার ফিরে যাব
ফিরে যাওয়া কষ্টকর, ছিঁড়ে যাওয়া এমন সময়ে
অসম্ভব বোধ হয়। কিন্তু এও আয়ত্ত সহন,—
এসেছি যেখান থেকে সে দেশে তো এসবই শেখায়,
শেখায় : ভোরের আগে ফিরে আসা, সীমান্তে প্রহরা
এড়িয়ে পালিয়ে যাচ্ছি, কাঁটাতারে ছিঁড়ে গেল মুখ
ওপারেই থেকে গেল আধখানা শাড়ির আঁচল

...এমন জড়িয়ে ছিল...ছিঁড়ে ফেলতে হল শেষকালে...

ছায়া

চলে যাব ভাবি, তবু রয়ে যাই
জানি এইবার ফেরাই উচিত
ভরে নিয়ে যাই চোখের কোনায়
স্মরণীয় হাসি, চাহনি ক্বচিৎ

একবার শুধু, আরও একবার
সাদা পাঞ্জাবি, ওখানে দাঁড়াও
ওই ঘর থেকে ওই বারান্দা
যেতে যেতে কিছু ছায়া ফেলে যাও

ছায়া ফেলে যাও উদাসীন পায়ে
মুহূর্তগুলি চৌকাঠে স্থির
হয়ে থাক; আমি ওদেরি কুড়োতে
ধারণ করেছি ছায়ার শরীর

ওই ঘর থেকে হালকা ডানায়
উড়ে আসে স্বর আলোছায়াময়
বন্ধ দোরের এপারে দাঁড়িয়ে

ভাবি চলে যাব, এমনি সময়

তুমি উঠে এলে; তোমার দু-চোখে
পড়ব কি করে! আমি তো ছায়াই
তোমার ঘরের আলো জ্বেলে দিয়ে
আমি ফিরে যায়, আইম ফিরে যাই!

শুধু তোকে ভেবে

নারে তোকে আমি ধরব না এই হাতে
এতে অজস্র বারুদ, লবণ, ঘাম
নারে তোকে আমি দেখাব না গিরিখাতে
কী পরিশ্রমে ঢেউ...ঢেউ আনলাম

তোর ছবি দেখে, তোর তিল মনে রেখে
মেঝে হেসে উঠে বলেছে: কলঙ্কিনী
জানলার পাশে গোধূলি গিয়েছে বেঁকে
যেমন বেঁকেছে আগেও, যা আমি চিনি

তোর পাশে, আর, আরও বেশি, একা একা
গোধূলি আদিম গোধূলির মতো চোখ
অনেকবছর হয়ে গেল, শেষ দেখা
এখনও অনেকদিন দেখা নাই হোক...

ভাঙছে ধনুক, তার লাবণ্যভাঙা
গড়িয়ে পড়ছে, ছিটকে উঠেছে কিছু
কী কষ্ট এই টংকারে, মুখ রাঙা

আনন্দ, আহা, প্রতিটি মরণপিছু...

মর, এক্ষুনি ধর, আর পারছি না
বারুদে লবণ, লবণের স্বাদ তেতো
না রে, আমি নই তেমনি হৃদয়হীনা
মনে আছে কেউ জ্বালামুখ শুষে খেত

লাভা উত্তাল, লাভা আসঙ্গবিষ
ফুসফুস ছিঁড়ে দমকে দমকে ওঠে
আজকাল তুই কাকে ভালোবাসছিস?
না রে, মিছে কথা আনিস না ওই ঠোঁটে

ঠোঁট চেনাচেনা, ঠোঁট কী দারুণ ভিজে
ঢেউ আছড়ানো, ঢেউ কামড়ানো দাঁতে
না রে, তুই নয়, কেউ নয়, নিজে নিজে
তোকে ভেবে ফের মরণ আনব রাতে...

যাওয়া তো নয় যাওয়া

ক'মুহূর্ত, গেরুয়া ট্যাক্সিতে
একে কি জীবন বলবে? এও এক অনন্ত প্রবাহ
অপেলব সর্পিলতা বাসে ট্রামে, গেরুয়া ট্যাক্সিতে
এর মধ্যে তুমি আছ, ট্যাক্সিটির দূরতম কোণে
ধুলো ধোঁয়া ব্যস্ত চাপ টেনে নিচ্ছ সহিষ্ণু নিঃশ্বাসে
তোমার বিষণ্ন ঝোলা, বিসদৃশ কোমল পোশাক
মাঝেমাঝে মেঘ দেখছ, শহরে কখন বৃষ্টি নামে—
সে বৃষ্টি নামার আগে আমি নেমে যাব, তার আগে
না, কোনো জীবন নয় ; শুধু এই ক'মুহূর্ত বাঁচা...
উজানের দিকে
রাস্তা পার হয়ে তুমি চলে গেলে অদ্ভুত যুবক
তোমার বয়স হল বেশ, দু'হাতে জলের দাগ
জমে জমে রেখা হয়ে গেছে ওই হাতের পাতায়
রেখাগুলি চলমান, রেখাগুলি কেমন অস্থির
মুঠির ভেতর থেকে উপচে গেল তারা, তুমি দ্যাখো
তোমার হাতের নদী ভাসিয়েছে কাদের বসত
দ্যাখো কি? না দেখতে গিয়ে মেঘ করে, চশমার কাচে?
নদী পার হয়ে তুমি চলে যাও, উন্মাদ যুবক

থেমে আছে ব্যস্ত যান, থেমে আছে যাবতীয় স্রোত,
শুধু উজানের দিকে চলে গেল তোমার বয়স...

ফ্লাইওভারের ওপর থেকে

ফ্লাই-ওভারের ওপর থেকে
দেখতে পেলাম এই শহরের জ্বর এসেছে
মাথার মধ্যে ঘুরন্ত কাক
যানবাহনের তীব্র চাকায় তুমুল প্রলাপ
নিঃশ্বাসে তার তিন অজগর
জিভের তলায় আগুন নিয়ে এপাশ ওপাশ
চোখের নীচে মবিল-পোড়া
হাতের মুঠি খিমচে ধরে অদৃশ্য গাছ
গাছটা কোথায়? বাসের হাতল
ধরতে গিয়ে পা হড়কে যায় গভীর খাদে
মুখোশ পরা ভিড়গুলো সব
খাদের ধারে মিছিল করে সাঁতার কাটে
সাঁতরে ওঠে আবছায়া মুখ,
মুখের ওপর ঠিকরে পড়া নিয়ন আলোয়
ঠিক চিনেছি ফ্লাই-ওভারের
ওপর থেকে তুমি।
তোমার চোখ-ভরা জল।

শেষ আদরের পর

শেষ আদরের পর নিয়ে আসব একটি ঝরা চুল
জীবন তেমনই থাকবে, নিয়ে যাব মুহূর্তের ভুল

মুহূর্তের জন্যে মৃত্যু, কত জীবনের সমনাম?
সমুদ্র শুষেছ ওষ্ঠে, তোমার কপাল জুড়ে ঘাম

দাও, ওইটুকু দাও, পান করি, পরিশ্রান্ত লাগে
কতটা জীবন ছিল এই শেষ আদরের আগে!

কতটুকু প'ড়ে থাকবে এর পরে, শুধু একটি চুল
আঙুলে জড়িয়ে রাখি, তোমাকে ছুঁয়েছে যে আঙুল...

ছোঁও, আরও একটু ছোঁও, মুহূর্তে উজাড় হোক প্রাণ
প্রিয় পুরুষের কাছে চেয়ে নেব নিভৃত সন্তান

চুলে যার তোমারই মতোন, মহাকাশ...